আজকের কাগজ

01 SEP 1992
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

22

প্রধানমন্ত্রীর কঠোর হুঁশিয়ারি

ছাত্রদলের বিবদমান দু'গ্রুপের সন্ধি

কাগজ প্রতিবেদক : ছাত্রদলের পরস্পর বিরোধী দু'গ্রুপ গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐকাবদ্ধভাবে মিছিল করে। ঐ বন্দুকযুদ্ধে একজন নিহত ও চারজন আহত হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া ছাত্রদলের পরস্পর বিরোধী দু'দলের সংঘর্ষের খবরে দু'গ্রুপকেই কঠোর হুঁশিয়ারি দিলে গতকাল ক্যাম্পাসে অভাবনীয় ঘটনা ঘটে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, রোববারের বন্দুকযুদ্ধের খবর প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছুলে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রনেতাদের ডেকে হুঁশিয়ার করে দেন যে, ছাত্রদলে কোনো রকম অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর ফলে গতকাল ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ স্থানীয় সকলেই ক্যাম্পাসে আসে। দুপুরে হাত ধরাধরি করে মিছিল করেন এবং ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ করে। এতে বক্তব্য রাখেন রিজভী আহমেদ, ইলিয়াছ আলী, ফজলুল হক মিলন, নাজিম উদ্দিন আলম, কামরুজ্জামান রতন, আবদুল মালেক, রফিকুল ইসলাম জগলু, হাবিবুন্নবী সোহেল, আলী আক্কাস, নাদিমসহ কেন্দ্রীয় নেতারা। বক্তারা রোববারের হত্যাকান্ডের ঘটনাকে একটি বিশেষ মহলের "ষড়যন্ত্র" বলে উল্লেখ করেন এবং ছাত্রদলের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার অপপ্রয়াস হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

উল্লেখ্য, ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করার পর দলে দু'টি প্রবাহের সৃষ্টি হয়। একটি ধারা কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিলের প্রতিবাদে প্রেসক্লাবের সামনে আমরণ অনশন শুরু করে। অন্যপক্ষ পূর্ণাঙ্গ কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে ক্যাম্পাসে নিয়মিত মিছিল, সমাবেশ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সংগঠনের সভাপতি রিজভী, সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াছ ও সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক বেশ কয়েকদিন ক্যাম্পাসে আসেননি। গতকালই কমিটির শীর্ষ নেতারা ক্যাম্পাসে আসেন।